



মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত গীতিকাব্য-সমূহে পরিবেশ ভাবনা

ড. রাহুল দেব বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত গীতিকাব্যসমূহে অর্থাৎ ‘ঋতুসংহার’ ও ‘মেঘদূত’ গীতিকাব্যে ‘পরিবেশ ভাবনা’ এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতি কবি কালিদাসের লেখনীতে নিসর্গ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কালিদাস নিসর্গ সুন্দরীর প্রিয় সেবক। ঋতুসংহারে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এক একটি সর্গে এক একটি ঋতুর বর্ণনা আছে। পরিবেশের ঋতু এবং মানুষের জীবনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও তপ্রোতভাবে জড়িত। আর মেঘদূত গীতিকাব্যে বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে তার প্রিয়ার কাছে পাঠিয়েছে। কালিদাস যক্ষের বর্ষার মেঘকে দূতরূপে নির্বাচন করার পশ্চাতে পরিবেশ ভাবনা অবশ্যই আছে। মেঘ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। মেঘের সৃষ্টি সম্বন্ধে কালিদাস যা দেখিয়েছেন তা বিজ্ঞান-সম্মত। ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর সংস্পর্শে মেঘের সৃষ্টি হয়। পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান এই দুই গীতিকাব্যে মহাকবি কালিদাস ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শব্দসূচক :

কালিদাস, মানুষ, গীতিকাব্য, পরিবেশ ভাবনা, ঋতু, মেঘ, প্রকৃতি, সংস্কৃত।

কালিদাসের ঋতুসংহার একখানি গীতিকাব্য বা খণ্ডকাব্য। এটি মহাকবির প্রথম জীবনের রচনা। সমগ্র গীতিকাব্যখানি ছয়টি সর্গে বিভক্ত। কালিদাস ভারতবর্ষ তথা ভারত-বিলাসিনী নিসর্গ-সুন্দরীর প্রিয় সেবক ও চিত্রকর। এই কাব্যে মহাকবির পরিণত কবিত্বের প্রকাশ দেখা যায়। ‘সংহার’-শব্দের অর্থ বর্ণনা। ঋতু-সংহারে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়।

এক একটি সর্গে এক একটি ঋতুর বর্ণনা আছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত — এই ছটি ঋতুর সমাগম লক্ষ্য করা যায়।

ছটি ঋতুর প্রভাবে মানুষের বিশেষ করে প্রেমিক জনের মানসিক অবস্থার মনোরম চিত্র এই গীতিকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। এক একটি ঋতুকে

প্রকৃতির বুকে এক এক রকমের রূপ-রস-গন্ধের
বাহার ফুটে ওঠে। মানব মানবীর মননে মিলন
অনুরাগের এক একটি সুর ধ্বনিত হয়। প্রকৃতি কবি
কালিদাসের লেখনীতে নিসর্গ প্রকৃতি ও মানব
প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্র্য সুন্দরভাবে চিত্রিত
হয়েছে। আর এই সম্পর্কের উপস্থাপনার মাধ্যমে
মহাকবির পরিবেশ ভাবনা রূপ নিয়েছে।

পরিবেশের ঋতু এবং মানুষের জীবনের মধ্যে নিবিড়
সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই সম্পর্কের
উপস্থাপনার মাধ্যমেই মহাকবির পরিবেশ ভাবনা
লক্ষ্য করা গেছে।

ঋতুসংহার গীতিকাব্যের শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের বর্ণনার
মাধ্যমে। গ্রীষ্মের নিসর্গ প্রকৃতির দুটি রূপ — একটি
ভয়ঙ্কর, অন্যটি মনোরম। মনোরম রূপটি মূলতঃ
অপরাহ্ন আর রাত্রিকালের।

প্রবল গ্রীষ্মের উপস্থিতিতে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, কিন্তু
চন্দ্র প্রীতিপদা অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় মলিন
এবং শুষ্কপ্রায়, অপরাহ্ন এখন রমণীয় —

**প্রচণ্ড সূর্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষম-
বারি-সঞ্চয়ঃ।**

**দিনান্তরম্যোভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে।^১**

সূর্যের প্রখরতাপে দক্ষ হরিণের তালু প্রবল তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে যায়। দলিত কাজলের মতো নীল আকাশ

নিরীক্ষণ করে জলের আশায় সে ছুটে চলে বন
থেকে বনান্তরে —

**মৃগাঃ প্রচণ্ডতপতাপিতা ভৃশং তৃষা মহত্যা
পরিশুদ্ধতালবঃ।**

**বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য
ভিন্নাঙ্গনসন্নিভং নভঃ।^২**

প্রবল তৃষ্ণায় সিংহের পরাক্রমের উদ্যোগ থাকে না।
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, দূর থেকেই তার মুখ
বিস্ফারিত হয়ে থাকে। জিহ্বা চঞ্চল হয়ে ওঠে।
কেশরের অগ্রভাগ কাঁপতে থাকে। নিকটবর্তী
হাতিকেও হত্যা করে না —

**তৃষ্ণা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ
শ্বসন্মুহূর্দূরবিদারিতাননঃ।**

**ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্মৃগেশ্বরো
বিলোলজিহ্বাশ্চলিতাগ্রকেশরঃ।^৩**

সূর্যের কিরণে তাপিত হাতির শুকনো গলায়
জলকণা উদ্গত হয়। প্রবল তৃষ্ণায় হাতি জলের
খোঁজে সিংহকেও ভয় পায় না —

**বিশুদ্ধকণ্ঠাশ্রুতশীকরাস্তসো
গভস্তিভির্ভানুমতোঽনুতাপিতাঃ।**

**প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ
কেশরিণোঽপি বিভ্যতি।^৪**

হাতিরা সরোবরের সমস্ত মৃণাল তুলে ফেলে এবং
ঘন-মর্দনে সরোবর কর্দমাক্ত করে। মাছেরা বিপদে
পড়ে এবং সারসেরা ভয়ে পালিয়ে যায় —

**সমুদ্রত্যাগেশমৃণালজালকং বিপন্নমীনঃ
দ্রুতভীতসারসম্।**

**পরস্পরোৎপীড়মসংহতৈর্গর্জৈঃ কৃতং সরঃ
সান্দ্রবিমর্দকর্দমম্।^৫**

পাতা ঝরা গাছে বসে পাখীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলো ক্লান্ত
বানরগুলি পর্বতের লতাকুঞ্জে প্রবেশ করে। গবয়ের
দল জলের আশায় চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। আর
শরতের দল কূপ থেকে জল তোলে —

**শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-দ্রুমশ্বঃ
কপিকুলমুপষাতি ক্লান্তমদ্রৈর্নিকুঞ্জম্।**

**ভ্রমতি গবয়যুথঃ
সর্বতন্তোয়মিচ্ছঞ্জুরভকুলমজিস্তং
প্রোদ্ধরত্যম্বুকৃপাং।^৬**

গ্রীষ্মের প্রভাবে বিভিন্ন পশু-পাখী যেমন হরিণ,
সিংহ, হাতি, সারস, বানর ও গবয় প্রভৃতির অবস্থা
প্রকৃতির কবি কালিদাস সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
আর এখানেই পরিবেশ ভাবনা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত
হয়েছে।

ঋতুসংহারে দ্বিতীয় সর্গে বর্ষাকালের উল্লেখ রয়েছে।
বর্ষা বিরহের ঋতু রাজকীয়ভাবে তার আগমন ঘটে।

কামিজনের প্রিয় বর্ষা আসে রাজার ভঙ্গীতে —

**সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ
কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ো^৭**

মেঘের মনোরম গর্জনে উল্লসিত ময়ূর-ময়ূরীর
দলকে প্রসারিত কলাপের শোভায় সুন্দর দেখায়।
চুষ্মন আলিঙ্গনের চেষ্টায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং
নৃত্য করে —

**সদা মনোজ্ঞাম্বুদনাদস্যাংসুকং বিভাতি
বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্।**

**স সংভ্রমালিঙ্গনচুষ্মনাকুলং প্রবৃত্ত-নৃত্যঃ
কুলমদ্য বর্হিণাম্।^৮**

বর্ষাকালে ময়ূর, হাতি, হরিণ, গিরির সৌন্দর্য,
মালতী, বকুল, কদম প্রভৃতি ফুলের শোভা মহাকবি
সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ষা প্রাণীদের
আনন্দদায়ক, প্রাণস্বরূপ, সকলের কামনা পূরণ
করে। তাই কবি বলেছেন —

**জলদসময় এষ প্রাণিণাং প্রাণভূতো দিশতু তব
হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।^৯**

তৃতীয় সর্গে শরৎকালের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।
কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রস্ফুটিত পদ্মের
মত যার মুখ, উন্মত্ত হংসের রব, পাকা শালিধানের
মতো শরতের আগমন সূচিত হয়। আর সে যেন
নববধূর মতো —

কাশাংশুকা বিকচপদ্বমনোজ্ঞবজ্রা

সোন্মাদহংসরবনপূরনাদরম্যা

আপক্ৰশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা

শরনবধূরিব রূপরম্যা।^{১০}

শারদশোভাকে নারীর শোভার সঙ্গে তুলনা করে কবি ব্যক্তিমনের ছায়ার দ্বারা রঞ্জিত কোনও এক প্রকৃতিচিত্রকে সহৃদয় পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

শিউলিফুলের মনোরম গন্ধে, পক্ষিকুলের কলধ্বনিতে এবং প্রান্তে অবস্থিত মৃগীকুলের নয়নরূপ নীলপদ্মের শোভায় উপবনগুলি প্রেমিক পুরুষের চিত্তকে ব্যাকুলিত করে —

শেফালিকা-কুসুমগন্ধ-মনোহরাণি

স্বস্থস্থিতাণ্ডজকুলপ্রতিনাদিতানি।

পর্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়োৎপলানি

প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্।^{১১}

কাশ ফুল, শিউলি ফুল, পথিক, বিভিন্ন পাখি যেমন ময়ূর, হাঁস, সারস প্রভৃতির বর্ণনা মহাকবি দিয়েছেন এই সর্গে। আর এখানেই কবির পরিবেশ সচেতনতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ সর্গে হেমন্তের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। লোধফুল, পাকা শালিধান, হিম প্রভৃতির উপস্থিতি দেখা যায় —

নবপ্রবালোদগমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধঃ

পরিপক্ৰশালিঃ।

বিলীনপদ্বঃ প্রপতততুষারো হেমন্তকালঃ

সমুপাগতোঽয়ম্।^{১২}

পরিপূর্ণ শস্যে, হরিণদের বিচরণে এবং মনোহর ক্রৌঞ্চরবে মুখরিত প্রান্তরগুলি চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে —

প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি

মৃগাঙ্গনাযুথবিভূষিতানি।

মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি

সীমান্তরাগ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ।^{১৩}

বকের মালায় সুশোভিত এই হেমন্ত যেন সকল ভোগ সুখ দান করতে পারে। তাই কবি বলেছেন —

সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ প্রদিশতু

হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ।^{১৪}

পঞ্চমসর্গে শীতকালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হেমন্তের মতো শীতকালও সম্ভোগপ্রধান। এই ঋতু শালিধান ও আখের প্রাচুর্যে মনোহর, ক্রৌঞ্চপাখীর নিনাদ শোনা যায়, রমণীদের প্রিয় —

প্ররুঢ়শালীক্ষুচয়ৈর্মনোহরং ক্বচিৎ

স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্।

প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং

বরোরু কালং শিশিরাহুয়ং শৃণু॥^{১৫}

জানালাবন্ধ গৃহের ভিতর, আগুন, সূর্যকিরণ
স্থূলবসন মানুষ এইসময় ভালবাসে। এবং যুবতী
রমণীরা এইসময়ে পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে
ওঠে —

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং হুতশনো
ভানুমতো গভস্তয়ঃ।

গুরুণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ প্রয়াস্তি
কালেঽদ্য জনস্য সেব্যতাম্॥^{১৬}

শীতকালে গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু
শালিধান, আখে এই ঋতু রমণীয় হয়ে ওঠে।
রতিক্রিয়া প্রবল, কামদেব গর্বিতা প্রিয়জন বিযুক্ত
মানবজনের কাছে এই কাল অত্যন্ত দুঃসহ —

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ
প্রবলসুরতকেলিজাত-কন্দর্পদর্পঃ।

প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ
শিশিরসময় এষ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্॥^{১৭}

ষষ্ঠ সর্গে বসন্তের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত
ঋতুদের মধ্যে রাজ্য। রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আম্র মুকুল,
গুঞ্জনরত ভ্রমর, গাছে গাছে ফুল, পদ্মের সুগন্ধি
বাতাস — এ সমস্ত কিছু নিয়েই বসন্তের সমাগম। এই
সময় সন্ধ্যা ও দিন অত্যন্ত মনোরম থাকে —

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ

পবনঃ সুগন্ধিঃ।

সুখাঃ প্রদোষা দিবসাস্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে !
চারুতরং বসন্তো॥^{১৮}

বসন্তের আগমনে কবি প্রমদাগণের, সহকার,
অশোক, পলাশ প্রভৃতি গাছের এবং কোকিল, ভ্রমর
প্রভৃতি প্রাণীর অবস্থা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
ঋতুগুলির যে ছবি কবি তুলে ধরেছেন, তা থেকে
পরিবেশের ঋতুচক্র, আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞানের
পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। ছটি ঋতু বর্ণনার মাধ্যমে
জানা যায় যে যথাসময়ে প্রকৃতিতে উপস্থিত হতা
প্রকৃতিতে ভারসাম্যের কোনো অভাব ছিল না।
অরণ্যের বিনাশ, দূষণ সে সময়ে তেমন ছিল না।
মহাকবি এর মাধ্যমেই পরিবেশ সচেতনতা ফুটিয়ে
তুলেছেন।

মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি গীতিকাব্য মেঘদূত
এই কাব্যের দুইটি বিভাগ – পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। এই
গীতিকাব্যে বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে তার প্রিয়ার
কাছে পাঠিয়েছে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যক্ষ
পাহাড়ের কোলে একখণ্ড মেঘ দেখল। সেই মেঘ
হাতীর মত বপ্রক্রীড়ায় রত —

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাল্লিষ্টসানুঃ

বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শা॥^{১৯}

তখন যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠাতে চাইল। কিন্তু
মেঘ তো জড় পদার্থ — ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর

সমষ্টি একথা তার বিবেচনায় থাকল না। যারা
কামার্ত—চেতন অচেতনে ভেদজ্ঞান তাদের কাছে
আশা করা যায় না —

ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্র মেঘঃ

সন্দেশার্থাঃক্লপটুকরগৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।

ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকন্তুং যযাচে

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।^{২০}

অর্থাৎ এখানে কালিদাস যক্ষের বর্ষার মেঘকে
দূতরূপে নির্বাচন পশ্চাতে পরিবেশ ভাবনা অবশ্যই
আছে। মেঘ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে
যায়। শুধুমাত্র তাই নয় মেঘের সৃষ্টি সম্বন্ধে মহাকবি
যা দেখিয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত। ধূম, জ্যোতি, জল
ও বায়ুর সংস্পর্শে মেঘের সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান এই গীতিকাব্যে মহাকবি
ফুটিয়ে তুলেছেন। যক্ষের নির্দেশিত মেঘের গতিপথ
রামগিরি থেকে অলকা —

গন্তব্য্য তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরানাম।^{২১}

রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্বিদ্ধা,
সিন্ধু, সরস্বতী নদী —

মেঘের গতিপথে পড়বে নীচৈ, চিত্রকূট, আম্রকূট,
বিন্ধ্য ও কৈলাস পর্বত। দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী,
উজ্জয়িনী, ব্রহ্মাবর্ত, কন্থল প্রভৃতি জনপদ মেঘের

গতিপথে পড়বে। এখানে পরিবেশ নিজ মহিমায়
প্রকাশিত।

দাবানলে দগ্ধ হওয়ার সময় মেঘের বর্ষণে দাবদাহ
নির্বাপিত হয়। রক্ষা হয় বনজ সম্পদের —

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্খা।^{২২}

বর্ষণের পর মেঘ হাল্কা হয়। জলপূর্ণ মেঘকে
বায়ু যত্র তত্র উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না —

অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং

রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়।^{২৩}

মেঘের বর্ষণে মাটি থেকে এক প্রকার মধুর গন্ধ বের
হয়। সেই গন্ধ আত্মাণ করতে করতে চিত্রিত
হরিণগুলি বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে —

জগ্ধ্বারণ্যেষ্ণধিকসুরভিঃ গন্ধমাস্রায় চোর্ব্যাঃ

সারঙ্গান্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গমা।^{২৪}

বর্ষাকালে মেঘ দেখে ময়ূরেরা পুলকিত হয়
—

**শুক্লাপাঈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য
কেকাঃ।^{২৫}**

মেঘবর্ষণে নদী-নালা জলে পরিপূর্ণ হয় —

কার্ষ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স

ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ।^{২৬}

মেঘ কখনও কখনও বিদ্যুতের আলোক
দ্বারা মার্গ প্রদর্শক হয় —

সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়ৌবীমা^{২৭}

পূর্বমেঘেই উল্লিখিত হয়েছে মানস সরোবর – যা
স্বর্ণকমলে ভরা। এর জল পান কোরো। জলভরা
দেহের কোমল অংশ ঐরাবতের মুখে বিছিয়ে দিও,
তাতে প্রীতি জন্মাবে —

হেমাস্তোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ

কুব্ধন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্যা^{২৮}

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিবেশ সচেতনতারই
উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরমেঘেও পরিবেশ ভাবনা
সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে কিছু ফুলের
উল্লেখ আছে। সেই সব ফুল যা বধূরা আভরণ রূপে
ব্যবহার করতেন। যক্ষ প্রিয়ার আভরণরূপে যে সকল
পুষ্প ব্যবহার করা হয়েছে, তার উল্লেখ আছে যেমন
– পদ্ম, কুন্দ, কুরুবক, শিরীষ, কদম্ব প্রভৃতি। বিভিন্ন
ঋতুতে বিভিন্ন ফুলের সমাবেশ এখানে একসঙ্গে
উল্লিখিত হয়েছে —

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিন্দুঃ

নীতা লোভ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ.

চূড়াপাশে নবকুরুবকঃ

চারু কর্ণে শিরীষঃ

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনামা^{২৯}

মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক চিরস্থায়ী —

ইষ্টান্ দেশান্ জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী

মাতৃদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ^{৩০}

মেঘদূতকে আমরা যদি শুধুমাত্র কাব্যগ্রন্থ হিসেবে
দেখি তাহলে সেটি হয় – ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম
মৌসুমী বায়ুর যাত্রাপথের বিবরণ। রামগিরি থেকে
অলকা পর্যন্ত যে মেঘের গমনপথ, তার সঙ্গে
বর্তমানকালের আষাঢ়-শ্রাবণের দক্ষিণ-পশ্চিম
মৌসুমী বায়ুর গতিপথের মিল দেখা যায়। মেঘদূতের
নির্বাসিত বিরহী যক্ষ দূত হিসেবে মেঘকে তার প্রিয়ার
কাছে পাঠানোটা কবিকল্পনা। মহাকবি, নিজ মনের
মাধুরী মিশিয়ে যক্ষের বিরহের যে মর্মস্পর্শী ছবি
অঙ্কন করেছেন, তা বিশ্বের সমস্ত বিরহী মানুষের
আত্মার আকৃতির রূপ নিয়েছে। বিরহ দুঃখই তার
হৃদয়কে পৃথিবীর সমস্ত নদ-নদী-অরণ্য-নগরীর
মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মেঘদূতে পাহাড়,
নদী, অরণ্য, নগর, প্রাসাদ, পশু-পাখী, নর-নারী
প্রভৃতি যেন বিশ্ববাসীর সামনে তাদের সমস্ত রূপ ও
ঐশ্বর্যের পসরা নিয়ে প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

অন্ত্যটীকা :

1. ঋতুসংহার	১/১
2. ঐ	১/১১
3. ঐ	১/১৪
4. ঐ	১/১৫
5. ঐ	১/১৯
6. ঐ	১/২৩
7. ঐ	২/১
8. ঐ	২/৬
9. ঐ	২/২৮
10. ঐ	৩/১
11. ঐ	৩/১৪
12. ঐ	৪/১
13. ঐ	৪/৮
14. ঐ	৪/১৮
15. ঐ	৫/১
16. ঐ	৫/২
17. ঐ	৫/১৬
18. ঐ	৬/২
19. মেঘদূত	পূর্বমেঘ/২
20. ঐ	পূর্বমেঘ/৫
21. ঐ	পূর্বমেঘ/৭
22. ঐ	পূর্বমেঘ/১৭
23. ঐ	পূর্বমেঘ/২০
24. ঐ	পূর্বমেঘ/২১
25. ঐ	পূর্বমেঘ/২৩

26. ঐ	পূর্বমেঘ/৩০
27. ঐ	পূর্বমেঘ/৩৮
28. ঐ	পূর্বমেঘ/৬৩
29. ঐ	উত্তরমেঘ/২
30. ঐ	উত্তরমেঘ/৫৪

ঋণস্বীকার :

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬এ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা – ১৩।

বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ; (২০০১) পরিবেশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, ড. রথীন্দ্রনাথ; (২০১৫) পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা – ৬।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ; কালিদাস ও রথীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা ৩৩, কোলকাতা – ৯।

বিদ্যাভূষণ, পন্ডিত রাজেন্দ্রনাথ; (২০১৫) কালিদাস গ্রন্থাবলী – প্রথম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোলকাতা – ১২।

বিদ্যাভূষণ, পন্ডিত রাজেন্দ্রনাথ; কালিদাস গ্রন্থাবলী – দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোলকাতা – ১২।

ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ; (২০০৬) সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কোলাকাতা – ৬।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ; (২০০৫) মেঘদূত ও
সৌদামনী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী,
কলকাতা – ৬।

শাস্ত্রী, ড. গৌরীনাথ, প্রধান উপদেষ্টা; (২০১৫)
সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (২য় খন্ড), নবপত্র প্রকাশন,
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা – ৭৩।

শাস্ত্রী, ড. গৌরীনাথ, প্রধান উপদেষ্টা; (২০১৪)
সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১১ খন্ড), নবপত্র প্রকাশন,
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা – ৭৩।